প্রথম আলো

তারিখ .. 02 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

# পরীক্ষায় জালিয়াতি

## দুর্বৃত্তদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক

পরীক্ষায় জালিয়াতির বিষয়টি এখন আর শিক্ষার্থী বা ভর্তি-ইচ্ছুকদের মধ্যে সীমিত নেই। সংক্রামক ব্যাধির মতো তা ছড়িয়ে পড়েছে সমাজের বিভিন্ন স্তরে। গত শুক্রবার অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার পাশাপাশি প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় জালিয়াতির যেসব পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে, তা বিস্ময়কর।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতির জন্য মুঠোফোন ব্যবহার হয়ে আসছিল অনেক আগে থেকেই। এ কারণে পরীক্ষার হলে মোবাইল সেট নেওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আছে। এখন জালিয়াতরা নতুন পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় হাসিবুল নামে এক পরীক্ষার্থী ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করে বাইরে প্রশ্ন পাঠানো এবং বাইরে থেকে উত্তর সংগ্রহকালে হাতেনাতে ধরা পড়েন। ছয় লাখ টাকার বিনিময়ে ওই বিশ্ববিদ্যালয়েরই এক শিক্ষার্থী তাঁকে এই কাজে সহায়তা করছিলেন বলে তিনি জানান। ভ্রাম্যমাণ আদালত হাসিবুলকে দুই বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন।

এ ছাড়া জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে তিনজনকে দুই বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আর শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় মুঠোফোনের মাধ্যমে প্রশ্ন বাইরে পাঠিয়ে উত্তর সংগ্রহের দায়ে ৪১ জনকে আটক করে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি দিয়েছেন আদালত। কিন্তু এসব লঘুদণ্ড জালিয়াতদের নিবৃত্ত করতে পারবে না বলে মনে হয়। দু-একজন ধরা পড়লেও বেশির ভাগই থেকে যায় ধরাছোঁয়ার বাইরে। চক্রের হোতাদের গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে না পারলে এসব লঘুদণ্ড তাদের নিবৃত্ত করতে পারবে না।

আরও উদ্বেগজনক হলো, শুক্রবার শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় চট্টগ্রামের একটি হলে ঢুকে ছাত্রলীগ কর্মীদের মাস্তানি। এঁরা পরীক্ষার হলে ঢুকে জোর করে মোবাইল ফোনে প্রশ্নপত্রের ছবি তুলেই ক্ষান্ত হননি, দায়িত্বরত শিক্ষক ও ম্যাজিস্ট্রেটকেও শাসিয়েছেন। আশার কথা, শিক্ষক ও ম্যাজিস্ট্রেট ছাত্রলীগ কর্মীদের অপচেষ্টা রুখে দিয়েছেন। আমরা ছাত্রলীগ কর্মীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাই। একই সঙ্গে শিক্ষক ও ম্যাজিস্ট্রেটকে সাধুবাদ জানাই তাঁদের সাহসিকতার জন্য।